যুগান্তর

20 MAR 2017

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় তাঁবু টানিয়ে চলছে বিদ্যালয়ের ক্লাস

যুগান্তর

মঠবাড়িয়ায় তাঁবুর নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

পরিত্যক্ত ঘোষণার ৫ বছর পরেও পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার ১৩৮নং কুমিরমারা বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করেছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। গত কয়েকদিন ধরে খোলা মাঠে তাঁবু টানিয়ে পাঠদান শুরু করেছে। শনিবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষিকা খোলা স্থানে তাঁবুর নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাচ্ছেন। জানা যায়, বিদ্যালয়ের আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। শিক্ষার্থীরা রোদ আর ধুলাবালিতে ক্লাস করায় অধিকাংশ শিশুরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ সালে স্থানীয় কিছু শিক্ষানুরাগী মিলে কুমিরমারা বন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্কুলটি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হলে ১৯৯৪ সালে ৪ কক্ষের একটি পাকা ভবন নির্মাণ করে শিক্ষা ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ। এরপর ২৩ বছরেও স্কুল ভবনটি আর সংস্কার হয়নি। স্কুল ভবনটির পলেস্তরা ধসে রড বেড়িয়ে গেছে। পিলার ও দেয়ালজুড়ে ফাটল দেখা দেয়ায় সেখানে পাঠদান অতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ২০১২ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্কুল ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এরপর সেখানে পাঠদান আর সম্ভব হয় না। এমন সংকটের মুখে স্কুল নিকটবর্তী আবু জাফর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই স্কুলের পুরনো একটি টিনশেড কক্ষ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠানের জন্য সহায়তা দেয়। সেই থেকে ধার করা এক কক্ষেই চলে আসছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির লেখাপড়া। কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধার দেয়া শ্রেণী কক্ষ ছেড়ে দিতে নোটিশ দিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিপাকে পড়ে।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমেনা খাতুন বলেন, কর্তৃপক্ষ দ্রুত ভবন নির্মাণ না করলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করানো সম্ভব না। আপাতত তাঁবুর নিচে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টি আসার আগেই বিকল্প ঘর না করতে পারলে ক্লাস বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রুহুল আমীন জানান, পরিত্যক্ত ভবনটির স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য বহুবার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানালেও কোনো সাড়া মেলেনি। ক্লাস করানোর জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি টিনসেড ঘর নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উন্নয়ন শাখায় জরুরি ভিত্তিতে চিঠি দেয়া হয়েছে।